৩১-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- মানুষ বাবাকে ভুলে পাঁকে ডুবে আছে, তাদের উদ্ধার করতে পরিশ্রম করো, বিচার সাগর মন্থন করে বাবার সত্য পরিচয় দাও"

প্রশ্নঃ- গীতাকে কোন্ ধর্মের শাস্ত্র বলা হবে ? এর মধ্যে রহস্যপূর্ণ বিষয় কোনটি যেটি ভালো ভাবে বুঝতে হবে ?

উত্তর :- গীতা শাস্ত্র হল -- ব্রাহ্মণ দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। ব্রাহ্মণ দেবী দেবতায় নমঃ বলা হয়। এই শাস্ত্রকে শুধু দেবতা ধর্মের শাস্ত্র বলা হবেনা, কারণ দেবতাদের এই জ্ঞান তো থাকেই না। ব্রাহ্মণ এই গীতা জ্ঞান শুনে দেবতায় পরিণত হয়, তাই এ হল ব্রাহ্মণ, দেবী-দেবতা উভয়েরই শাস্ত্র। এই শাস্ত্র হিন্দু ধর্মের শাস্ত্র নয়। এই হল বুঝবার বিষয় । গীতা জ্ঞান স্বয়ং নিরাকার শিববাবা তোমাদের শোনাচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণ নয় ।

গীত : - না সে আমাদের থেকে আলাদা হবে, না আমাদের হৃদয়ে দুঃখ অনুভব হবে .....

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের ভালো করে বোঝাচ্ছেন। কোন্ পিতা ? পারলৌকিক পিতা। লৌকিক পিতার এত বাচ্চা হয়না। পারলৌকিক পিতার এত বাচ্চা (আত্মারা) হয়, যারা স্মরণ করতে থাকে হে পতিত পাবন, সকলের সদগতি দাতা, ও পরমপিতা পরমাত্মা, পিতা বলে ডাকে। পরম পিতা পরমাত্মা নিরাকার ভগবানুবাচ। নিরাকার পরমাত্মা তো এক হলেন কিনা , দুই হয়না। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান। তিনি কোথায় থাকেন ? যেখানে আত্মারা থাকে। ঈশ্বর, প্রভু, ভগবান বললে সুখের বর্সা প্রাপ্তির কথা হয়না। বাবা বললে বর্সার কথা মনে আসে , কিন্তু মানুষ বাবাকে জানেনা। ভারত বাসী ড্রামা অনুযায়ী রাবণের মত অনুসারে নিজেদের দুর্গতি করেছে। তাই প্রথমে এই কথা বোঝানো উচিত যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর হলেন সূক্ষ্ম শরীরধারী, মানুষ হল স্থূল দেহধারী , কিন্তু স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহধারীকে বাবা বলা হবেনা। বাবা পরম পিতা পরমাত্মা নিরাকারকে বলা হয়। ভুল কি হয়েছে যে দুর্গতি হয়েছে ? বাবার কাছে সত্য গীতা শুনলে সদগতি হয়। তাই সবাইকে সর্ব প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। এই হল মূল কথা। কিন্তু কারো বুদ্ধিতে নেই তবেই তো বাবা এই পোস্টার তৈরি করেছেন যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ হল শিশু অথবা পরম পিতা পরমাত্মা ? গীতা কোন্ ধর্মের শাস্ত্র ? ব্রাহ্মণ দেবী দেবতা ধর্মের বলা ঠিক হবে। যেমন ক্রিশ্চিয়ানদের ধর্ম শাস্ত্র হল বাইবেল । এমন গীতাকে শুধু দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র বলা যাবেনা , যতক্ষন ব্রাহ্মণদের না যুক্ত করবে। বলে হয় ব্রাহ্মণ দেবী দেবতায় নমঃ । বাবা বলেছেন দেবী দেবতাদের এই জ্ঞান নেই। তারা এই কথাও জানেনা যে গীতা হল আমাদের ধর্মের শাস্ত্র। জ্ঞান আছে ব্রাহ্মণদের , শুধু ব্রাহ্মণ ধর্মের শাস্ত্র এই গীতা বলা যাবেনা কারণ বাবা দুই ধর্মের স্থাপনা করেন তাই দুই ধর্মের শাস্ত্র বলা হবে। সেখানে বলে দেয় হিন্দু ধর্মের শাস্ত্র হল গীতা। আর্যও বলে দেয়। আর্য সমাজ তো দয়ানন্দ স্থাপন করেছেন। সেটি যদিও নতুন ধর্ম। কিন্তু সে তো দেবী দেবতা ধর্মের নয়। মুখ্য কথা হল গীতার ভগবান কে ? গীতায় কৃষ্ণের নাম দিয়ে গীতাকে খন্ডিত করেছে কারণ আমার সঙ্গে বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। দেখ, গীতায় কত কথা বলা হয়েছে আর গীতা পাঠশালার সম্মান আছে কতখানি । তবে এখন দেবতা ও ব্রাহ্মণ ধর্ম হল প্রায় লুপ্ত। পূজারী জন বলেন ব্রাহ্মণ দেবী দেবতায় নমঃ, ওনাদের এই কথা জানা নেই যে ব্রাহ্মণ দেবতা হয়

কিভাবে ? এই কথা কে বলবে ? বাবা বলেন আমি ব্রহ্মা মুখবংশী করে দেবতায় পরিণত করি। তাহলে গীতা হল দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। শুধু বলা হবে দেবতা ধর্মের তো লক্ষ্মী নারায়ণের এই জ্ঞান নেই , এই কথা বুঝতে হবে। কিন্তু কে বোঝাবে ? শিববাবা বলেন যে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা বিনাশ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে। কথসি রুদ্র যজ্ঞ , কোথায় কৃষ্ণ , তফাৎ আছে। এই জ্ঞান যজ্ঞের পরে সত্যযুগে কোনো ম্যাটেরিয়াল যজ্ঞ আয়োজন করা হয়না। এবারে যজ্ঞ আয়োজিত হয় বিপদ মুক্তির জন্য। সেখানে কোনো বিপদ থাকে না যে যজ্ঞ করতে হবে। গীতায় রুদ্র যজ্ঞের কথা লেখা আছে আর এও লেখা আছে যে ভগবানুবাচ, তবে গীতায় সত্য যেটুকু আছে তা হল আটায় নুন সম, বাকি সব মিথ্যা। এই সব বিচার সাগর মন্থন শিববাবা করবেন না। ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের করতে হবে। এই সময়ে মানুষ পাঁকে ডুবে আছে । পাঁক থেকে বের হতে অনেক পরিশ্রম লাগে , তাই তো বাবাকে ডাকে। বাবা বলেন তোমাদের ৫ বিকার রূপী রাবণকে পরাজিত করতে হবে। তারপর সত্যযুগে তোমরা জীব আত্মারা সুখে বাস করো। যে কোনো সৎসঙ্গে তোমরা গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারো , ভয়ের কিছু নেই। সবাই অন্ধকারে আছে। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর বলে এখন কলিযুগের ৪০ হাজার বছর বাকি আছে , একেই বলে হয় ঘোর অন্ধকার, সবাই কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমাচ্ছে। বলা হয় ভগবান ভক্তির ফল দিতে আসেন , সদগতি দেন , সুতরাং দুর্গতি তে আছে তাইনা। গীতায় যদি শিব পরমাত্মার নাম দেওয়া থাকত তাহলে সবাই তাঁকেই বিশ্বাস করত। ঠিক , নিরাকার এসে রাজ যোগের শিক্ষা দিয়েছেন। যুদ্ধ স্থলের কোনো কথাই নেই। যুদ্ধ স্থলে এত বড় জ্ঞান দেবেন কিভাবে ? রাজ যোগ শেখাবেন কিভাবে ? মুখ্য ধর্ম হল চারটি , ধর্মশাস্ত্রও হল চারটি। এখন তো অনেক ধর্ম , অনেক শাস্ত্র , অনেক ছবি আছে। এখন বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা তারপর নীচে এসো তো ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর তারপরে সাকারে আছেন লক্ষ্মী নারায়ণ তারপরে তাঁদের বংশ। সঙ্গমে আছেন ব্রহ্মা সরস্বতী । যখন রুদ্র যজ্ঞ আয়োজিত হয় তখন শিবের লিঙ্গ তৈরি করে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। দেবীদের পুজো করে পরে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং পুতুলের পূজো হল কিনা কারণ তাঁদের অক্যুপেশান কেউ জানেনা। ওনার মহিমা হল পতিত পাবন। তাহলে কিভাবে উনি পাপ আত্মাদের পবিত্র করেন। এখন তো তোমাদের নিজেকে জাগিয়ে অন্যদের জাগাতে হবে অর্থাৎ বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবাকে জানেনা। শুধু টাকা অর্জন করে , কাহিনী শোনাতে থাকে। যার ফলে কি হয়েছে ! তোমরা বিদ্যুৎ মন্ডলে গিয়ে বোঝাও। এই লড়াইয়ে মরতে সবাইকে হবে। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা বিনাশ অগ্নি প্রজ্বলিত হতে থাকে। লিখে দেয় যে আমরা বিশাল বোমা নির্মাণ করেছি, অর্থাৎ কল্প পূর্বেও এরই দ্বারা বিনাশ হয়েছিল। এইসব বোমা ইত্যাদি কল্প পূর্বে সাগরে ফেলা হয় নি। অর্থাৎ এখন বিনাশ হবে। বলা হয় বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি , কে ? কৌরব ও যাদব। বর্তমানে প্রজার উপরে প্রজাদের রাজত্ব চলছে। অতএব এই পোস্টার লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় সব ভাষায় ছাপাও। ইংরেজিতে নিশ্চয়ই ছাপানো উচিত। যেখানে গীতা পাঠশালা আছে বিতরণ করো। পোস্টারে ঠিকানা যেন লেখা থাকে। বাবা নির্দেশ করেন , করা তো বাচ্চাদেরই কাজ। লেখা আছে শিববাবা। সুতরাং শিববাবা হলেন পিতা , ব্রহ্মাও হলেন পিতা , কিন্তু বাচ্চাদের বর্সা প্রাপ্ত হবে শিববাবার কাছে , ব্রহ্মার কাছে নয়। ব্রহ্মাও ওনার কাছেই প্রাপ্ত করেন।

বাবা বুঝিয়েছেন যে গীতার ম্যাগাজিনে সর্ব প্রথমে বাবার যথার্থ পরিচয় লেখ , ফলে যে ব্রাহ্মণ স্বরূপে পরিণত হবে কথাটা তার বুদ্ধিতে ঝট করে ঢুকবে। নাহলে নেবে আর ফেলে দেবে। যেমন কোনো বানরকে বই দেওয়া হলে সে একবারে ফেলে দেবে , কিছু বুঝবেনা। তখন বাবা বলেন যে

এই জ্ঞান আমার ভক্তদের ও গীতা পাঠীদের দেবে। তার মধ্যেও যার ভাগ্যে থাকবে সে বুঝবে। বাবা বলেন এটা তো হলই নরক। এখানে যে শিশুরা জন্ম নেয় -- একে অপরকে দুঃখ দেয়। একে অপরকে আঘাত করে। বাকি গরুড পুরাণে যে বিষয় বৈতরণী নদী দেখানো হয়েছে , সেsb তো নেই। এই দুনিয়া হল নরক। সুতরাং বাচ্চারা জানে আজ নরকবাসী পরে সঙ্গমবাসী হয় , কাল স্বর্গবাসী হবে , তাই পুরুষার্থ করছে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস - ২৩. ০৩. ৬৮

উঁচু থেকে উঁচু হলেন একমাত্র ভগবান অর্থাৎ ফাদার। কাদের ফাদার ? যে সব আত্মারা আছে সেই সব আত্মাদের পিতা। মানুষ মাত্রই তার মধ্যে আত্মা বিদ্যমান তাদেরই ফাদার। এখন যে সব আত্মারা পার্ট করতে আসে তাদের নিশ্চয়ই পুনর্জন্ম হয়। কেউ খুবই কম জন্ম নেয়, কেউ ৮০, কেউ ৬০। দেহধারী সবাই মানুষ। এই বিশ্বে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল। সেই সময়ে নতুন দুনিয়ায় আর কোনো বংশ ছিলনা। যেসব দেহধারী মানুষ আছে কেউ সদগতি দিতে পারবেনা। সর্ব প্রথম হল মিষ্টি নীরব নিবাস (সুইট সাইলেন্স হোম)। সব আত্মাদের নিবাস। বাবাও ওখানে থাকেন। সেই স্থানকে বিদেহী দুনিয়া বলা হয়। বাবা হলেন উঁচু থেকে উঁচু নিবাস স্থানও হল উঁচু থেকে উঁচু । বাবা বলেন আমি হলাম উঁচু থেকে উঁচু। আমাকেও আসতে হয়। সবাই আমাকেই ডাকে যে সব মানুষ আছে তাদের পুনর্জন্ম নিশ্চয়ই হয়। শুধু শিববাবা জন্ম গ্রহণ করেন না। পুনর্জন্ম তো সবাইকেই নিতে হবে। যে কোনো ধর্ম স্থাপক হোক, বুদ্ধ অবতার বলা হয় কিনা। বাবাকেও অবতার বলা হয়। ওঁনাকেও আসতে হয়। এখন সব আত্মারা এখানে বিদ্যমান আছে। ফিরে কেউ যেতে পারেনা। পুনর্জন্ম নেয় তবেই তো বৃদ্ধি হয় তাইনা। পুনর্জন্ম নিতে নিতে এই সময়ে সবাই তমপ্রধান হয়েছে। বাবা এসে জ্ঞান দিচ্ছেন। বাবা হলেন নলেজফুল আদি মধ্য অন্তের নলেজ ওঁনার মধ্যে আছে। ওঁনাকেই নলেজফুল ব্লিসফুল বলা হয়। পিসফুল, এভার পিওর। বাকি মানুষ মাত্রই পিওর ইমপিওর হয়। এই লক্ষ্মী নারায়ণ হলেন দৈবী বংশের প্রথম । এঁনাদেরই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিতে হয়। পুনর্জন্ম এখানেই নেয়। তারপর বাবা এসে সবাইকে পবিত্র করে সঙ্গে নিয়ে যান। বাবাকেই লিব্রেটর বলা হয়। এই সময় সব ধর্ম স্থাপকেরা উপস্থিত আছেন। বাকি কিছু জন আছেন তারা আসছেন। বৃদ্ধি ক্রমশ হয়েই চলেছে। সর্বের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। শান্তি ধাম বা সুখ ধামের মালিক করেন। তোমরাই পুরো ৮৪ জন্ম গ্রহন করো। তোমরা যারা প্রথমে এসেছ তারাই আবার প্রথমে আসবে। ক্রাইস্ট নিজের সময় অনুযায়ী আসবে। ক্রাইস্ট কাউকে সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সক্ষম নন। ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তিও একমাত্র বাবার-ই আছে। এই সময়ে হল রাবণ রাজ্য, অসুরী রাজ্য। ৮৪জন্মের বিকার সম্পূর্ণ ভাবে প্রবিষ্ট হয়েছে। বাবা বলেন তোমরা দেবতা দুনিয়ার মালিক ছিলে তারপর এই রাবণ রাজ্যে বিকারী হয়েছ। পুনর্জন্ম সবাইকে নিতে হবে । ধর্ম স্থাপন করে ফিরে যাবে এমন তো হতে পারেনা। তাদের পালনও নিশ্চয়ই করতে হবে। গায়ন আছে ব্রহ্মা দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ। নতুন দুনিয়ায় এক ধর্ম এক দৈবী বংশ ছিল। সেসব এখন নেই। শুধু ছবি আছে। আর অন্য সব ধর্ম বিদ্যমান আছে শুধু গড ফাদার অর্থাৎ পরমপিতা নেই, দেহধারী যারা পুনর্জন্ম তাদের নিতেই হবে। ভারত হল

অবিনাশী খন্ড, এই খন্ড কখনও বিনাশ হয়না। এ হল অবিনাশী। যখন তাদের রাজত্ব ছিল তখন অন্য কোনো খন্ড ছিলনা। শুধু এঁদের রাজ্য ছিল। সুর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী। আর কেউ নয়। নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ , দৈবী দুনিয়া বলা হয়। বিদেহী দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয়না। সে হল মিষ্টিমধুর নীরব নিবাস (sweet silence home) I নির্বাণ ধাম। আত্মাকে পরম পিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ জ্ঞান দিতে পারেনা। আত্মা হল ক্ষুদ্র বিন্দু সম। সব আত্মাদের পিতা হলেন সুপ্রিম সোল অর্থাৎ পরম আত্মা। ওঁনাকে পরম পিতা বলা হয়। তিনি কখনও পুনর্জন্মে আসেন না। এই সময়ে হল নাটকের শেষ । এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হল মঞ্চ, এখানে নাটকের পালা চলছে। এর অবধি হল ৫ হাজার বছর। বর্তমান সময় হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। তৈরি করা এই নাটক। যারা চলে গেছে তারা আবার আসবে নিজের সময় অনুসারে। সর্ব প্রথম এঁরা এসেছিলেন। লক্ষ্মী নারায়ণ এখন নেই। সত্য সৎসঙ্গ হল এইটাই। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্ছাদের রুহানী বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুড নাইট । ওম শান্তি ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বিচার সাগর মন্থন করে মানুষদের পাঁক থেকে উদ্ধার করতে হবে। যারা কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমিয়ে আছে তাদের জাগাতে হবে।

২) সূক্ষ্ম অথবা স্থূল দেহধারীর থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে একমাত্র নিরাকার বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। সবার বুদ্ধিযোগ এক বাবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

বরদান :- মন দ্বারা তীব্র গতির সেবাকারী বাবা সম দয়ালু হও ।

ব্যাখা: সঙ্গম যুগে বাবা যে বরদানের খাজানা দিয়েছেন সেই খাজানায় যদি বৃদ্ধি চাও তবে ততটাই অন্যদের দান করে যাও। যেমন বাবা হলেন দয়ালু মার্সিফুল তেমনই বাবার মতন দয়ালু হও, কেবল বাণীতে নয়, কর্মেও নিজের মনের বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডল দ্বারা আত্মাদের নিজের প্রাপ্ত শক্তিগুলি দান করো। যখন কম সময়ে সম্পুর্ণ বিশ্বের সেবা সম্পন্ন করতে হবে তখন তীব্র গতিতে সেবা করো। যত নিজেকে সেবায় ব্যস্ত রাখবে ততই সহজভাবে মায়াজিত হয়ে যাবে।

শ্লোগান - নিজের সন্তুষ্ট এবং আনন্দময় জীবন দ্বারা প্রতি পদে সেবা করে যে, সে-ই সত্য সেবাধারী হয় ।